



৬ই জুলাই ২০২৫

পঞ্চাশতমীর পর চতুর্থ রবিবার

অনুধ্যান / Theme :- বিচার করো না, তাহলে তুমিও বিচারিত হবে না

ইয়োব ১৯:১-৬, ২১-২৯,

গীতসংহিতা ৪১:৪-১১,

রোমীয় ১৪:১-১৩,

লুক ৬:৩৭-৪২

মূল পদ: “আর তোমরা বিচার করিও না, তাহাতে বিচারিত হইবে না। আর দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া দিও, তাহাতে তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।” লুক ৬: ৩৭

শুভ সকাল, খ্রীষ্টে প্রিয় বন্ধুরা। আজ, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়শই চ্যালেঞ্জিং বিষয় নিয়ে চিন্তা করার জন্য একত্রিত হই: “বিচার করো না, তাহলে তোমাদেরও বিচার করা হবে না।”

যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি এই বার্তাটি আমাদের একে অপরকে আমরা কীভাবে উপলব্ধি করি এবং কীভাবে আচরণ করি তা গভীরভাবে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। বিচার এমন একটি বিষয় যা আমরা প্রায়শই অবচেতনভাবে করি, তবুও যীশুর আহ্বান হল অন্যদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা এবং অনুগ্রহ, বোধগম্যতা এবং ক্ষমায় পূর্ণ হৃদয় গড়ে তোলা। ইয়োব, গীতসংহিতা, রোমীয় এবং লুকের সুসমাচার থেকে আজকের আমাদের পাঠে, আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ বার্তা পাই যা বিচারের প্রকৃতি এবং করুণার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। আসুন আমরা এই অনুচ্ছেদগুলি অন্বেষণ করি এবং খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের জন্য যে গভীর সত্যগুলি ধারণ করে তা উন্মোচন করি।

১. ভুল বিচারের যন্ত্রণা (ইয়োব ১৯:১-৬, ২১-২৯)

পুরাতন নিয়মে ইয়োবের বই থেকে পাঠ করলে আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে দেখতে পাই যিনি গভীরভাবে কষ্ট পাচ্ছেন এবং তার নিকটতমদের দ্বারা ভুল বিচারিত বোধ করছেন। ইয়োবের বন্ধুরা, সান্ত্বনা দেওয়ার পরিবর্তে, ধরে নেয় যে তার কষ্ট অবশ্যই তার নিজের পাপ বা অন্যায়ের ফল। তাদের বিচারে, তারা ইয়োবের নির্দোষতার বৃহত্তর চিত্র এবং তার কষ্টের রহস্য বুঝতে ব্যর্থ হয়। ইয়োব যন্ত্রণার সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়, চিৎকার করে বলে, “তোমরা কত ক্ষণ আমার প্রাণে ক্লেশ দিবে? বাক্যের আঘাতে আমাকে চূর্ণ করিবে?” (ইয়োব ১৯:২)। ইয়োবের অভিজ্ঞতা ভুল বিচারের যন্ত্রণাকে চিত্রিত করে। প্রায়শই, যখন লোকেরা সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখন আমরা দ্রুত ধরে নিতে পারি যে তারা তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য কোনওভাবে দায়ী। বিচার করার এই প্রবণতা আমাদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। ইয়োব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জীবনের পরিস্থিতি প্রায়শই পৃষ্ঠতলে প্রদর্শিত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। আমাদের করুণা দেখানো এবং তাড়াহুড়ো করে বিচার করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে কেবল ঈশ্বরই পুরো চিত্রটি দেখেন। কতবার আমরা অন্যদের বাহ্যিক চেহারা, সংগ্রাম বা ব্যর্থতার উপর ভিত্তি করে তাদের সম্পর্কে অনুমান করি? ইয়োবের গল্প আমাদের মনে রাখতে বলে যে মানুষের অভিজ্ঞতা প্রায়শই আমরা যা বুঝতে পারি তার চেয়েও বেশি গভীর এবং বেদনাদায়ক। বিচার করার আগে, আসুন আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি: আমরা কি সম্পূর্ণরূপে সচেতন যে ব্যক্তিটি কীসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে? এই অনুচ্ছেদটি আমাদেরকে বিচারকে করুণা এবং সহানুভূতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে উৎসাহিত করে।

২. করুণার জন্য আর্তনাদ (গীতসংহিতা ৪১:৪-১১)

গীতরচক করুণার জন্য প্রার্থনার প্রতিধ্বনি করে বলেন, “আমি কহিলাম, হে সদাপ্রভু, আমাকে কৃপা কর, আমার প্রাণ সুস্থ কর, কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।” (গীতসংহিতা ৪১:৪)। এখানে, আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে দেখতে পাই যিনি ক্ষমার জন্য তার নিজের প্রয়োজন স্বীকার করেন। গীতসংহিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের করুণার প্রয়োজন। যখন আমরা অন্যদের বিচার করি, তখন আমরা প্রায়শই আমাদের নিজস্ব ত্রুটি এবং দুর্বলতা ভুলে যাই। গীতসংহিতা গীতরচকের এমন লোকদের দ্বারা বেষ্টিত থাকার অভিজ্ঞতার কথাও বলে যারা তার ক্ষতি করতে চায়, অন্যদের দ্বারা বিচার এবং নিন্দার যন্ত্রণা প্রতিফলিত করে। “আমার বিদ্বেষিগণ সকলে একত্র হইয়া আমার বিরুদ্ধে কাণাকাণি করে; তাহারা আমার বিপক্ষে অনিষ্ট কল্পনা করে।” (গীতসংহিতা ৪১:৭)। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে অন্যদের কাছ থেকে বিচার ক্ষতিকারক হতে পারে এবং পরচর্চা এবং অপবাদ হল বিচারের ধরণ যা গভীরভাবে আঘাত করে। এই অনুচ্ছেদটি আমাদের নিজেদের করুণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করে। আমরাও পাপী যাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন, এবং এই নম্রতার মাধ্যমেই আমাদের অন্যদের দেখার আহ্বান জানানো হয়েছে। আমরা, যাদের করুণার প্রয়োজন, তারা কীভাবে অন্যদের কাছ থেকে তা আটকে রাখতে পারি? বিচার করার পরিবর্তে, আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে যা চাই সেই একই অনুগ্রহ প্রদান করা উচিত।

৩. ঝগড়া ছাড়াই স্বাগত জানানো (রোমীয় ১৪:১-১৩)

রোমীয় ১৪ পদে, পৌল প্রাথমিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে তারা যেন বিতর্কিত বিষয়গুলির জন্য, বিশেষ করে খাদ্য এবং পবিত্র দিনগুলির বিষয়ে একে অপরের বিচার না করে। পৌল জোর দিয়ে বলেছেন

যে আমরা সকলেই প্রভুর দাস, এবং ঈশ্বরের সামনে, একে অপরের সামনে নয়, আমরা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবো। "তোমরা কে যে অন্যের দাসের বিচার করো? তাদের নিজেদের প্রভুর সামনেই তারা দাঁড়ায় বা পড়ে যায়" (রোমীয় ১৪:৪)। পৌলের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের সাথে প্রতিটি ব্যক্তির সম্পর্ক অনন্য। যদিও আমাদের ভিন্ন মতামত বা বিশ্বাস থাকতে পারে, তবুও বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু নয় এমন বিষয়ে অন্যদের বিচার করা আমাদের কাজ নয়। এর অর্থ এই নয় যে আমাদের পাপ বা অন্যায়কে উপেক্ষা করা উচিত, বরং আমাদের একে অপরের সাথে প্রেম, বোধগম্যতা এবং নম্রতার সাথে যোগাযোগ করা উচিত। আমাদের গির্জা এবং সম্প্রদায়গুলিতে, তাদের পছন্দ, ঐতিহ্য বা জীবনধারার উপর ভিত্তি করে অন্যদের বিচার করার ফাঁদে পড়া সহজ। তবে, পৌল আমাদের ছোটখাটো পার্থক্য নিয়ে ঝগড়া না করে একে অপরকে স্বাগত জানাতে বলেন। আমাদের মনোযোগ একে অপরকে গড়ে তোলার দিকে থাকা উচিত, সমালোচনা এবং বিচারের মাধ্যমে একে অপরকে ভেঙে ফেলার দিকে নয়। কতবার আমরা মতবিরোধকে আমাদের বিভক্ত করতে দিই, যেখানে আমাদের খ্রীষ্টে আমাদের ভাগ করা বিশ্বাসের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত?

৪. আমাদের নিজের চোখ থেকে কাঠের কাঠ অপসারণ (লুক ৬:৩৭-৪২)

লুকের সুসমাচারে, যীশু আমাদের বিচার সম্পর্কে সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সরাসরি নির্দেশ দেন: "আর তোমরা বিচার করিও না, তাহাতে বিচারিত হইবে না। আর দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া দিও, তাহাতে তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে" (লুক ৬:৩৭)। এই শিক্ষা জোর দেয় যে আমরা অন্যদের প্রতি যে পরিমাপ ব্যবহার করি তা আমাদের প্রতিও ব্যবহৃত হবে। যীশু, ভণ্ডামির বিরুদ্ধেও সতর্ক করে দিয়েছিলেন, অন্যদের ত্রুটিগুলি তুলে ধরার আগে প্রথমে নিজেদের পরীক্ষা করার জন্য আমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন: "আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে কড়িকাট আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?" (লুক ৬:৪১)। এখানে চিত্রটি শক্তিশালী। আমরা প্রায়শই আমাদের নিজেদের ত্রুটিগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় না নিয়ে অন্যদের সমালোচনা করতে এত দ্রুত হই। যীশু আমাদেরকে অন্যদের সাহায্য করার আগে আমাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করতে বলেছেন। এই অনুচ্ছেদটি ক্ষমার গুরুত্বও তুলে ধরে। যখন আমাদের উপর অন্যায় করা হয়, তখন ক্ষোভ পোষণ করা বা প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, আমাদের ক্ষমা করা উচিত, ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন। যীশুর বার্তা আত্ম-সচেতনতা এবং নম্রতার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদের বিচার করার আগে, আমাদের নিজেদেরকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা উচিত। আমরা কি গর্ব, বিরক্তি, নাকি আত্ম-ধার্মিকতা পোষণ করি? কেবলমাত্র আমাদের নিজস্ব ত্রুটিগুলির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমেই আমরা যীশু আমাদের যে অনুগ্রহ এবং বোধগম্যতা মূর্ত করতে বলেছেন তা নিয়ে অন্যদের কাছে যেতে পারি।

উপসংহার

আজকের পাঠগুলি নিয়ে চিন্তা করার সময়, বার্তাটি স্পষ্ট: আমাদের বিচার থেকে বিরত থাকতে, করুণা প্রদর্শন করতে এবং একে অপরের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। ইয়োবের ভুল বিচারের অভিজ্ঞতা, গীতরচকের করুণার আবেদন, পৌলের ঐক্যের আহ্বান, অথবা ক্ষমা সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা, যাই হোক না কেন, বাইবেল আমাদের অনুগ্রহের মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য অনুরোধ করে। আসুন আমরা মনে রাখি যে আমাদের সকলেরই ঈশ্বরের করুণার প্রয়োজন, এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রাপক হিসেবে, আমাদের অবশ্যই অন্যদের প্রতি একই রকম আচরণ করতে হবে। বিচার করার পরিবর্তে, আসুন আমরা বুঝতে, ক্ষমা করতে এবং ভালোবাসতে চেষ্টা করি যেমন খ্রীষ্ট আমাদের ভালোবাসেন।

প্রার্থনা

স্বর্গীয় পিতা, আমরা আজ আপনার সামনে এসেছি, আপনার করুণা এবং অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আমাদেরকে নম্র হতে, অন্যদের বিচার করা থেকে বিরত থাকতে এবং আপনি আমাদের যে ক্ষমা এবং করুণা দেখিয়েছেন তা প্রসারিত করতে শেখান। আমাদেরকে আপনার চোখ দিয়ে পৃথিবী এবং একে অপরকে দেখতে সাহায্য করুন, ভালোবাসা এবং বোধগম্যতায় পূর্ণ। আমরা যেন অনুগ্রহে বেড়ে উঠি এবং আমাদের সমস্ত কাজে আপনার ভালবাসা প্রতিফলিত করি। যারা ভুল বিচার বা নিন্দিত বোধ করেন তাদের সান্ত্বনা দিন এবং আমাদের সকলকে আপনার প্রকৃত শিষ্য হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য শক্তিশালী করুন। যীশুর নামে, আমরা প্রার্থনা করি। আমেন।